৬৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৩২ এর প্রতিস্থাপন** ।—উক্ত আইনের ধারা ২৩২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৩২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**২৩২। অধ্যায়ের প্রয়োগ** ।—(১) এই অধ্যায় নিম্নলিখিত যে কোন একটি শর্ত পূরণ করে এমন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(ক) কোন হিসাব বৎসরের শেষ দিনে উহার পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ অন্যূন এক কোটি টাকা;

(খ) কোন হিসাব বৎসরের শেষ দিনে উহার স্থায়ী সম্পদের মূল্য অন্যূন দুই কোটি টাকা;

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত, অন্য কোন কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই অধ্যায় প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টর অথবা শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী শিল্প সেক্টরের ক্ষেত্রে সরকার, বিধি দ্বারা, উক্ত সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কর্মরত সুবিধাভোগীদের জন্য ক্রেতা ও মালিকের সমন্বয়ে সেক্টর ভিত্তিক কেন্দ্রীয়ভাবে একটি করিয়া তহবিল গঠন, তহবিল পরিচালনা বোর্ড গঠন, অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায়ের পদ্ধতি এবং তহবিলের অর্থের ব্যবহারের বিধানসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উক্ত বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৩৩ এর সংশোধন** ।—উক্ত আইনের ধারা ২৩৩ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ঙ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙঙ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ঙঙ) "মালিক" অর্থ কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অথবা প্রধান নির্বাহী কিংবা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি;";

(খ) দফা (চ) এর "৮৭-গ" সংখ্যাগুলি, হাইফেন ও বর্ণের পরিবর্তে "১১৯" সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (ছ) ও (জ) এর পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ দফা (ছ), (জ) ও (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ছ) মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত যে কোন প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প, কারখানা, ব্যাংক, অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান বা বীমা কোম্পানীর কাজ-কর্ম "শিল্প সম্পর্কিত কাজ-কর্ম" বলিয়া বিবেচিত হইবে অথবা উহা নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কাজ-কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, যথা :—

(অ) কোন দ্রব্য, সামগ্রী বা বস্তুকে প্রস্তুত, সংযোজন, নিখুত অথবা অন্য কোন স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় আনিয়া উহার আদি অবস্থার পরিবর্তন সাধন অথবা উহার মূল্য বৃদ্ধি করণ;

(আ) জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ (রিসাইক্লিং);

(ই) পানি-শক্তিসহ বৈদ্যুতিক শক্তির পরিবর্তন, উৎপাদন, রূপান্তর, সঞ্চালন অথবা বিতরণ;

(ঈ) তেল এবং গ্যাসের মিশ্রণ, পরিশোধন বা শোধনসহ খনি, তেল কূপ অথবা খনিজ মওজুদের অন্যান্য উৎসে কাজ;

(উ) তেল অথবা গ্যাস বিতরণ ও বিপণন;

(ঊ) আকাশ বা সমুদ্র পথে মানুষ অথবা মালামাল পরিবহন;

(ঋ) সেবা প্রতিষ্ঠান যথা মোবাইল অপারেটর কোম্পানী, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান; এবং

(এ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে শিল্প সম্পর্কিত কাজ-কর্ম বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন কাজ কর্মও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) "শিল্প প্রতিষ্ঠান" বলিতে ধারা ২ এর দফা (৬১) তে উল্লিখিত এইরূপ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যাহা মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়;

(ঝ) কোন কোম্পানীর "সুবিধাভোগী (beneficiary)" বলিতে শিক্ষানবিসসহ যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি মালিক কিংবা অংশীদার কিংবা পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ব্যতীত পদ-মর্যাদা নির্বিশেষে উক্ত কোম্পানীতে অন্যূন নয় মাস যাবত চাকুরীতে নিযুক্ত রহিয়াছেন।"।

৬৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৩৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৩৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(খ) এর মালিক প্রত্যেক বৎসর শেষ হইবার অন্যূন নয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী বৎসরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ (৫%) অর্থ ৮০ ঃ ১০ ঃ ১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মালিক, এই বিধান কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে, কোম্পানীর নীট মুনাফার এক শতাংশ (১%) অর্থ কল্যাণ তহবিলে জমা প্রদান করিয়া থাকিলে, ট্রাস্টি বোর্ড কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত উক্ত অর্থের পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) অর্থ উপরোল্লিখিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।"।

(খ) উপ-ধারা (২) এর "তহবিলদ্বয়ে", দুইবার উল্লিখিত, শব্দের পরিবর্তে, উভয় স্থানে, "তহবিলসমূহে" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৩৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৩৫ এর উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৮) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৮) উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) এ অধীন সরকার কর্তৃক কোন ট্রাস্টি বোর্ড বাতিল করা হইলে অথবা উহার চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে অপসারণ করা হইলে উক্ত বোর্ডের সদস্যবৃন্দ অথবা উহার চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্য ট্রাস্টি বোর্ডে পুনঃনির্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন না।"।

৬৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৩৬ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৩৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৩৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"২৩৬। **জরিমানা, অর্থ আদায়, ইত্যাদি**।—(১) যে ক্ষেত্রে কোন কোম্পানী বা ট্রাস্টি বোর্ড ধারা ২৩৪ এর বিধানসমূহ প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন কোম্পানী বা ট্রাস্টি বোর্ড উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক অথবা উহার

ব্যবস্থাপনা কাজের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অথবা , ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য বা উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা এবং অব্যাহত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ব্যর্থতার প্রথম তারিখের পর হইতে প্রত্যেক দিনের জন্য আরও ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা করিয়া জরিমানা আরোপ করিয়া পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জরিমানার মোট অর্থ পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি উল্লিখিত বিধান পুনরায় লংঘন করিলে বা প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে তাহার বিরুদ্ধে দ্বিগুণ জরিমানা আরোপিত হইবে।

(৩) ধারা ২৩৪ এর অধীন প্রদেয় কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকিলে এবং এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা, সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে, উক্ত অপরিশোধিত অর্থ ও জরিমানা সরকারি দাবী হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উহা পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট, উক্ত আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ দরখাস্ত প্রাপ্তির পর সরকার অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতঃ যথাযথ আদেশ প্রদান করিবে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কোম্পানী বা ট্রাস্টি বোর্ডকে অবহিত করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৬৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৪০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪০ এর উপ-ধারা (১১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১১) অংশগ্রহণ তহবিলের অর্থ সরকারি মালিকানাধীন বিনিয়োগযোগ্য কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।"।

৬৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৪১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "শ্রমিক" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) "সুবিধা" শব্দের পর "সমান অনুপাতে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর "শ্রমিক" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৪২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "শ্রমিকগণের" শব্দের, দুইবার উল্লিখিত, পরিবর্তে উভয় স্থানে "সুবিধাভোগীগণের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর "শ্রমিক" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর "শ্রমিকের" শব্দের, দুইবার উল্লিখিত, পরিবর্তে উভয় স্থানে "সুবিধাভোগীর" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর "শ্রমিক" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এর "শ্রমিক" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(চ) উপ-ধারা (৬) এর "শ্রমিকের" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগীর" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৪৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৪৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"২৪৩। **কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার।**—কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ, এই অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ড যেভাবে স্থির করিবে সেইভাবে এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে, এবং বোর্ড তৎসম্পর্কে সরকারকে অবহিত করিবে।"।

৭২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৬৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬৬ এর উপ-ধারা (৬) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন উপ-ধারা (৭) ও (৮) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৭) কোন ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হইতে পারিবেন না, যদি তিনি—

(ক) নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন;

(খ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত না হয়;